

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী

বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি

প্রথম অধ্যায়: প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ

উপস্থাপনায়:

জ্যাক পারভেজ রোজারিও

প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

টংগী সরকারি কলেজ, গাজীপুর।

কোর্সের গুরুত্ব ও প্রারম্ভিক বক্তব্য

ঐতিহাসিক পরিচয়

নিজের শেকড় এবং বাঙালি জাতির হাজার বছরের
বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। এটি আমাদের
আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক
পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের
প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে।

বিসিএস ও সরকারি চাকরির সাথে সম্পর্ক

৩০

প্রিলিমিনারি নম্বর

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

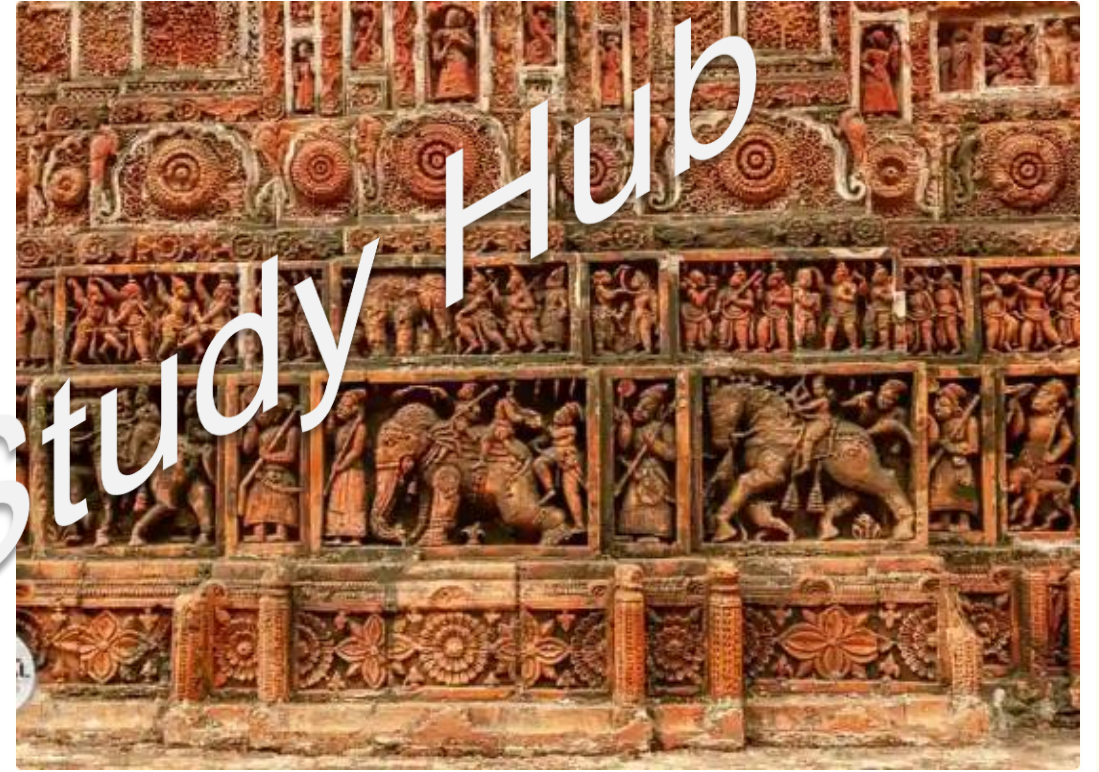
- **বাংলাদেশ বিষয়াবলি:** প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় এই অংশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্ন আসে।
- **ভাইভা বোর্ড:** বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান ভাইভা বোর্ডে আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
- **সাধারণ জ্ঞান:** সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই অধ্যায়টি অপরিহার্য।

সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভাগ	মান বন্টন	বিভারিত
ইন-কোর্স (In-course)	২০ নম্বর	উপস্থিতি ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষা।
তত্ত্বীয় (Final Exam)	৮০ নম্বর	ক, খ ও গ বিভাগের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
পাস নম্বর	৪০%	উভয় অংশে পৃথকভাবে পাস আবশ্যিক।

বাংলার উৎপত্তির ইতিহাস ও নামের বিকাশ

- **বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ:** ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ প্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- **বঙ + আল:** মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে 'বাঙলা' বা 'বাঙালাহ' নামের উদ্ভব ঘটে।
- **ঐতিহাসিক বিবর্তন:** মুঘল আমলে এটি 'সুবাহ-ই-বাঙালা' নামে পরিচিত ছিল।
- **আইন-ই-আকবরী:** আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে এই নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন।

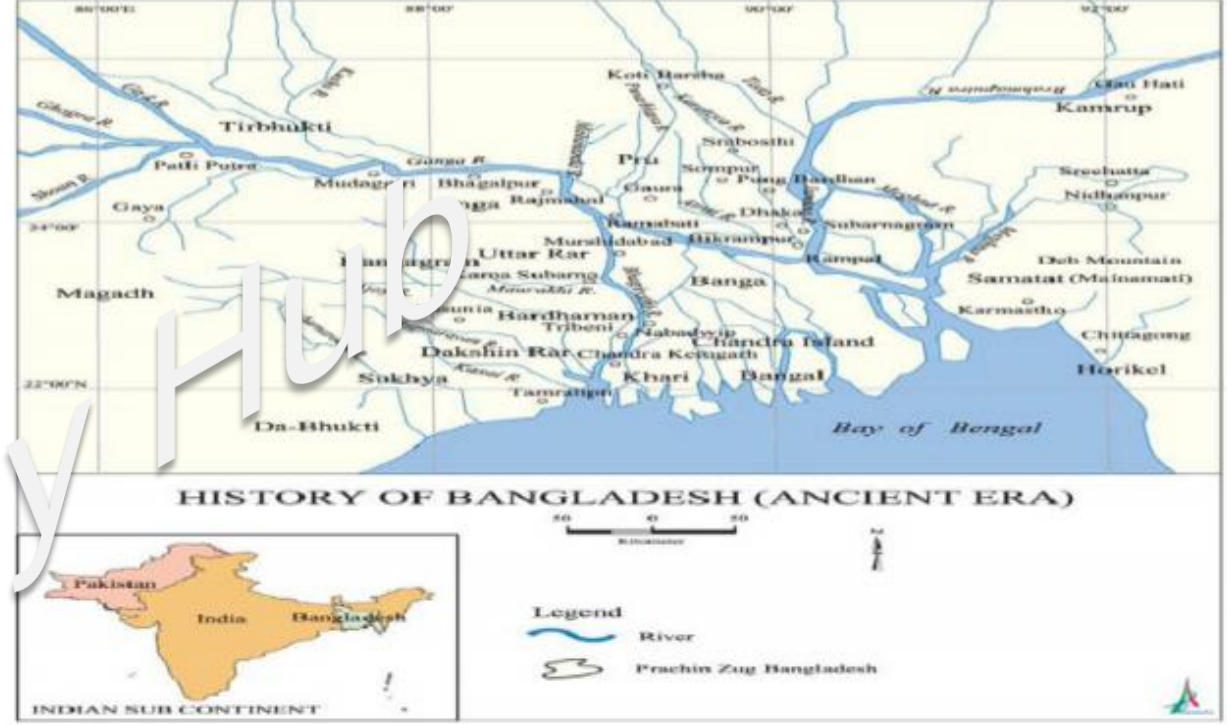


প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলা একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না, বরং অনেকগুলো ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ভৌগোলিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল, যা জনপদ নামে পরিচিত।

১. পুন্ড্র: বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চল (প্রাচীনতম)।
২. বঙ্গা: ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।
৩. গৌড়: মুর্শিদাবাদ ও মালদহ।
৪. সমতট: কুমিল্লা ও নোয়াখালী।
৫. রাঢ়
৬. বরেন্দ্র
৭. হরিকেল



প্রাচীন বাংলার রাজবংশসমূহ

মৌর্য ও গুপ্ত যুগ (খ্রি. পূ. ৩২১-১৮৫)

খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে ৪র্থ শতক
পর্যন্ত।

শশাঙ্ক (গৌড়) – (৬০৬- ৬৩৭ খ্রি.)

বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা
(৬০৬ খ্রি.)।

পাল বংশ (৭৫৬-১০৪১ খ্রি.)

দীর্ঘ ৪০০ বছরের স্থিতিশীল শাসন ও
বৌদ্ধধর্মের প্রসার।

সেন বংশ (১০৯৮-১২০৪)

হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ এবং শেষ হিন্দু
রাজবংশ।

NU Study Hub

প্রাচীন বাংলার জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি



অর্থনীতি

মূলত কৃষিপ্রধান। ধান ও সরিষা প্রধান ফসল ছিল। সুক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের জন্য বাংলা বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

1. মৎস আহরণ ও পশুপালন
2. হস্তশিল্প ও কারুশিল্প
3. শিল্পজাত দ্রব্য
4. ব্যবসা-বাণিজ্য



সামাজিক জীবন

বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। ভাত, মাছ ও শাক-সবজি ছিল প্রধান খাদ্য। উৎসব প্রিয় মানুষ ছিল।

1. নারীর অবস্থান
2. পরিবার ও বিবাহপ্রথা
3. পোশাকপরিচ্ছদ
4. যোগাযোগ ব্যবস্থা



ধর্মীয় জীবন

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রধান ছিল। লোকজ বিশ্বাস ও প্রকৃতি পূজাও প্রচলিত ছিল।

1. প্রাচীন আচার ও প্রাকৃতিক জীবন
2. বৌদ্ধ ধর্ম
3. জৈন ধর্ম
4. হিন্দু ধর্ম
5. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

প্রাচীন বাংলার জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি



সাংস্কৃতিক জীবন

1. প্রাচীন বাংলার সাহিত্যচর্চা
2. প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা
3. প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য
4. প্রাচীন বাংলার উৎসব ও মেলা



বাংলায় মুসলিম শাসনের সময়রেখা

খলজি ও তুর্কি শাসন (১২০৪ - ১৩৩৮)

স্বাধীন সুলতানি যুগ (১৩৩৮ - ১৫৩৮) - স্বর্ণযুগ

আফগান শাসন (১৫৩৮ - ১৫৭৬)

মুঘল শাসন (১৫৭৬ - ১৭৫৭)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

সুলতানি ও মুঘল আমলের সমাজ ও সংস্কৃতি

সুলতানি আমল

বাংলার স্বাধীন সত্তার বিকাশ। স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এই যুগের বিশেষত্ব।



মুঘল আমল

ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া (১৬১০)। মসলিন শিল্প ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।



বাংলার সুবাদারগণ



উল্লেখযোগ্য সুবাদারগণ

- ইসলাম খান চিশতী (১৬০৮-১৬১৩)
- শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৬৮)

মুসলিম আমলে বাংলার সমাজব্যবস্থা

১. সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস
২. হিন্দু সমাজের জাতিগত শ্রেণীভেদ
৩. নারীদের অবস্থা

৪. সামাজিক উৎসব
৫. ধর্মীয় উৎসব
৬. সামাজিক কুসংস্কার
৭. পোশাক-পরিচ্ছদ

মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

১. কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য
২. শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য
৩. বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক

৪. ব্যাংকিং ও মুদ্রা
৫. দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রা
৬. সাধারণ মানুষের অবস্থা

সুফিবাদের প্রভাব ও ইসলাম প্রচার



সুফিদের ভূমিকা

- **মানবতাবাদ:** জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সেবা।
- **সহজিয়া পথ:** ইসলামের মূল বাণীকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা।
- **সাংস্কৃতিক সমন্বয়:** স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামের মিলন ঘটানো।
- **সামাজিক সাম্য:** জাতপাতহীন সমাজ গঠনে অবদান।

বাংলার প্রখ্যাত সুফি সাধকগণ



হযরত শাহজালাল (র.)

সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের অগ্রপথিক।



খান জাহান আলী (র.)

বাগেরহাট অঞ্চলে স্থাপত্য ও জনকল্যাণমূলক কাজ।

600 × 400

শাহ মখদুম (র.)

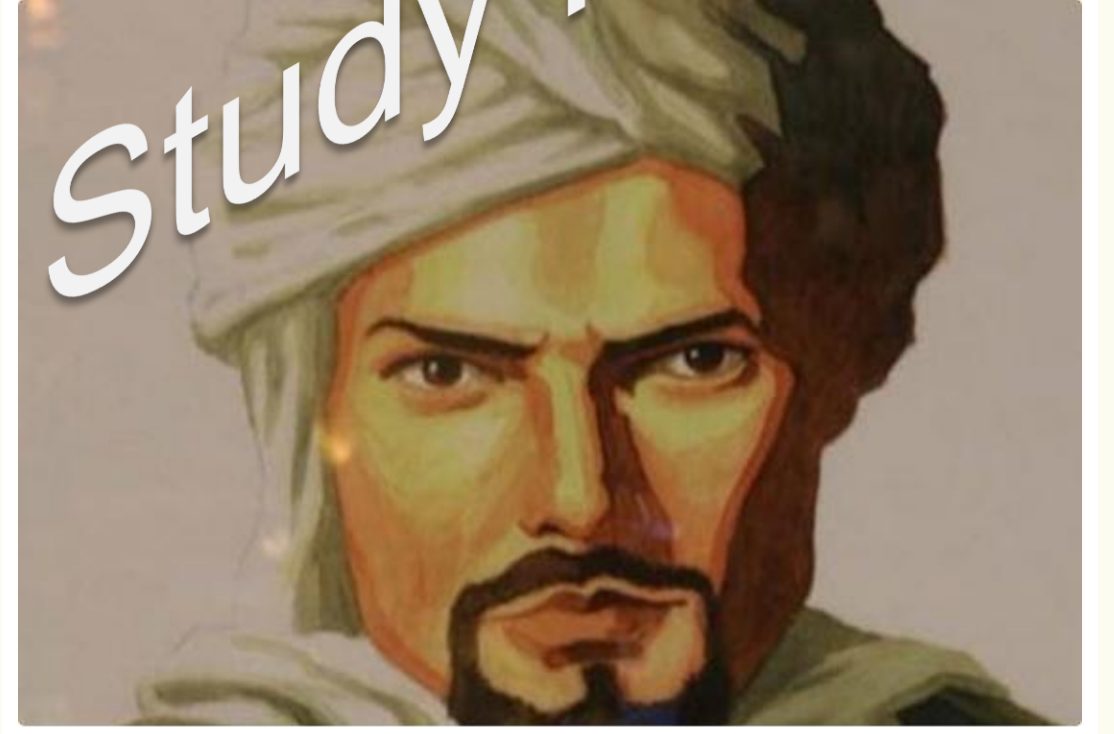
রাজশাহী অঞ্চলে আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

বাংলার সংস্কৃতিতে সুফিদের অবদান

- ★ **ভাষা:** ফারসি ও আরবি শব্দের সমন্বয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধি।
- ★ **সঙ্গীত:** মারফতি, মুশিদি ও সুফি ঘরানার গানের প্রভাব।
- ★ **শিক্ষা:** খানকাহ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার।
- ★ **উদারতা:** বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূল ভিত্তি সুফিবাদ।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে প্রাচীন বাংলা

পর্যটক	দেশ	বিবরণ
ফা-হিয়েন	চীন	বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও সামাজিক শৃঙ্খলা।
ইবনে বতুতা	মরক্কো	বাংলার প্রাচুর্য ও দ্রব্যমূলের সমৃদ্ধি।
হিউয়েন সাং	চীন	বাংলার শিক্ষা ও নালন্দা মহাবিহার।



প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলন

১. প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখ?
২. প্রাচীন বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আলোচনা করো।
৩. মুসলিম বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরো।
৪. ইসলাম প্রচারে সুফিবাদের ভূমিকা এবং বাঙালি সমাজের উপর সুফিবাদের প্রভাব আলোচনা করো।
৫. ইবনে বতুতার বর্ণনায় বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্থা তুলে ধর।

প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলনী

আজকের আলোচনা থেকে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে?

ধন্যবাদ!